একদন দরিদ্র, বিকলাঙ্গ মা এবং তার জীবন সংগ্রামে আইসিটি

একদিকে দারিদ্রপীড়িত আফ্রিকা, অন্যদিকে আলো ঝলমলে ইউরোপ। একপাড়ে কালোদের বসতি অন্যপাড়ে সাদা। একদিকে মুসলিম সাম্রাজ্য, অন্যদিকে খ্রীষ্টান রাজত্ব। দুই পাড়ের এই বেজায় বৈপরীত্য নিয়ে সৃষ্টির শুরু হতে মাঝখানে বয়ে চলেছে জিব্রাল্টার প্রনালী। এ যেন বৈষম্যের বিশাল ব্যারিকেড। আশ্চর্য্য হলেও সত্য যে, এই দুরত্ব ঘোচানের জন্য আফ্রিকার দেশ মরক্কো এবং ইউরোপের স্পেনের মধ্যে নির্মিত হচ্ছে জিব্রাল্টার সেতু। না, আমি দৃশ্যমান এই বিশাল সেতুর কথা বিশ্বখ্যাত ডিজাইনার অধ্যাপক টি.ওয়াই. লিনের কথা বলবো না। এমন এক অধ্যাপকের কথা বলবো যিনি অবিরাম ব্রিজ নির্মান করে চলেছেন দারিদ্র ও স্বচ্ছলতার মাঝে। এই প্রাচুর্য্যের পৃথিবীতে একদিকে বিলাসবহুল মজাদার সব খাবারের সমাহার, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষেরা অভাবের তাড়নায় ধুকে ধুকে তিলে তিলে নীরবে-নিঃশব্দে দিন গোনা। আমি বলছি এই দারিদ্র আর স্বচ্ছলতার মাঝে নির্মিত হাজারো ব্রীজের একটির কথা।

তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল শক্তিকে দারিদ্র বিমোচনে দৃঢ়তার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল সলিডারিটির যে বিশাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন নাটোরের ছবেদা বেগম। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী চলনবিলের বুক ঘেষে বয়ে চলা নদী আত্রাইয়ের একটি ছোট্ট গ্রাম শিকারপুরে তার বসতি। বাবার বাড়ী পাশ্ববর্তী থানা তাড়াশ। ৮ বোন এক ভাইয়ের সংসারে ছবেদা সবার বড়। কৃষি শ্রমিক বাবার সামান্য আয়ে বড় সংসার চালানো ছিল খুব কষ্টকর। তাই ছেলেবেলাতেই অভাব আর দারিদ্রের মাঝে সে বড় হয়। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ছোবহান মন্ডল নামে এক দিনমজুরের সাথে। এরপর এর কাহিনী শুনুন ছবেদা বেগমের নিজের মুখ থেকেই.

একদিকে ক্ষুধার জ্বালা অন্যদিকে ছোট ছেলেকে ভ্যান চালাতে দিয়ে আমি সব সময়ই দুঃশ্চিন্তায় থাকতাম। হঠাৎ একদিন খবর পাই আমার ছেলে দুর্ঘটনায় পড়েছে। দৌড়ে ছুটে গিয়ে দেখি আমার ছেলের রক্তাক্ত অবস্থা। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে ২০দিন রাখি। হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে ছেলেকে ভ্যান চালাতে না দিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেই। এরপর থেকে স্বামীর সামান্য আয়ে কোন রকমে সংসার চলতো। ১৯৯৫ সালে আমাদের এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংক চালু হয় এবং আমি ব্যাংকের সদস্য হই। এরপরে কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা করে বড় মেয়েকে বিবাহ দেই। এরপর অভাব আবারো ঘিরে ধরে আমাদেরকে। আমার ছেলেটি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আবারো ভ্যান চালানো শুরু করে। বছর দুয়েক পুর্বে খবর পাই গ্রামীণ ব্যাংক মোবাইল ফোন দিবে। তখনও আমার ছেলেটা সারাদিন ভ্যান চালায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে চিৎকার করে ডাকে- "কে চাচাকৈড় যাবে, শিকারপুর যাবে'। ভাবলাম ছেলটা কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। কাজেই ওকে আর এই কঠিন কাজে না দিয়ে ফোনের ব্যবসা দেব।

এরপরে আমার ভাগ্য সহায় হতে শুরু করে। গ্রামীণ ফোন সম্ভাবনা যাচাই করে ব্যবসার জন্য আমাকে একটি পল্লীফোন প্রদান করে। ফোনটি পেয়ে স্থানীয় শিকারপুর বাজারে ২০০ টাকা ভাড়া দিয়ে একটি ঘর নিলাম। প্রচুর কল আসতে শুরু করলো। আমার ছেলের গায়ের ময়লা জামা আর থাকলোনা। সংসার ভালোই চলছিল। ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে মন ভরে উঠত। কিন্তু বিধিবাম হলো। ৪-৫ মাস যেতে না যেতেই সংসারে কাজ করতে গিয়ে একদিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এক্সরেতে ধরা পড়ে আমার পেটে দুটো টিউমার হয়েছে। অপারেশন করতে হবে। একইসাথে প্যারালাইসিস হয়ে আমার পা দুটোও অবশ। এরপর আমাকে নাটোর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। সেখানে দুইমাস ছিলাম। অপারেশনে ২৬০০০/= টাকা খরচ হয়েছে। আর এই সম্পুর্ন টাকা এসেছে আমার মোবাইল এর আয় থেকে। প্রায়ই আমার ছেলে হাসপাতালে গিয়ে বলতো, "মা তুমি কোন চিন্তা করোনা, আমার ফোনে এখন অনেক আয় হয়"।

হাসপাতাল থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু বাম পা আর ঠিক হলো না। পায়ে ভর দিয়ে আর চলতে পারিনা। তবুও সান্তনা বিকলাঙ্গ হয়েও সন্তানদের মাঝে বেঁচে আছি। এখনও নিয়মিত ঔষুধ খেতে হয়। ফোনের আয় হতে ছেলে আমাকে ওষূধ কিনে দেয়। গত দুই বছরে মোবাইল হতে আমার আয় হয়েছে ১,৪৭,৭৯২/= টাকা, যার মধ্য হতে বিল পরিশোধ করেছি ৮৩,৫৭৭/= টাকা। অবশিষ্ট ৬৪,১৬৯/= টাকা নীট লাভ হয়েছে। এই ভাংগা-গড়ার সংসারে ফোনটি না হলে আমার সন্তানদের নিয়ে ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিলনা। প্রকৃত অর্থেই ছবেদা বেগম যে এখনও তার সন্তানদের আচলে ঘিরে তৃপ্তির সাথে বেচে আছেন, দুঃখ-কষ্টে গড়া এই ছোট্ট সংসারটি যে তৃতীয় বিশ্বের হাজারো হারিয়ে যাওয়া ছবেদাদের ন্যায় দারিদ্রের কঠিন দুষ্টচক্রে হারিয়ে যায়নি- সেটাই ছাবেদার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর এই দুর্বিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় বার বার তাকে অত্যন্ত আপনজনের মত শক্তি, সাহস আর অর্থ যুগিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধুনিক বিস্ময় ছোট্ট সেলুলার ফোন। দারিদ্র বিমোচনে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের অভাবিত ফরাফল সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি, কিন্তু একজন দরিদ্র, পংগু-বিকলাংগ অসহায় মানুষের বারবার ফিরে আসা দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তির এই বিশাল ভুমিকা রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করে। ডিজিটাল ডিভাইড অবসানে গ্রামীণ ব্যাংকের এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত অনুসরন করে দেশ-বিদেশে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো দারিদ্র এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে পারেন। ❑ এ. আই. নয়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে 'কল অব ডিউটি'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তৈরী অনেক ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমই আজকাল বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই সব গেমের মধ্যে মেডাল অব অনার সিরিজ বা ব্যাটেল ফিল্ড ১৯৪২ অন্যতম। তবে এদের সবগুলোকে ছাড়িয়ে যে গেমটি এখন সবচাইতে আলোচিত তা হলো 'কল অব ডিউটি'। চমৎকার সব ফিচারের কারনে এই গেমটিকে ২০০৩ সালের সেরা গেমগুলোর একটি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। দারুন গ্রাফিক্স, স্বচ্ছন্দ গেমপ্লে এবং উত্তেজনায় ভরা সব মিশন নিয়ে তৈরী এই গেমটি সহজেই এ্যাকশন গেমারদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

কল অব ডিউটি গেমটির সিঙ্গেল প্লেয়ার মোডটি আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং রাশিয়ান এই তিনটি আলাদা বাহিনীর আলাদা ক্যাম্পেইন নিয়ে গঠিত হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পেইনই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন ইউরোপের বিভিন্ন নামকরা যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই গেমটি মেডাল অব অনার এর মতো অতটা স্টোরী ড্রিভেন নয়। গেমের তিনটি প্রধান চরিত্রকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি করে প্রতিটি মিশনকেই সমান আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আরো অনেক গেম তৈরী হলেও এই গেমের একটি বিশেষ আকর্ষণ হলো রাশিয়ান মিশনগুলি। কারন অধিকাংশ গেমেই দেখা যায় আমেরিকান ও ব্রিটিশ বাহিনীকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন মিশন তৈরী করতে। তাই এই গেমে রাশিয়ান মিশনগুলো খেলতে গিয়ে আলাদা মজা পাওয়া যাবে।

যুদ্ধের গেমে স্বাভাবিক ভাবেই ভালো অস্ত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই গেমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আমেরিকান, ব্রিটিশ, রাশিয়ান এবং জার্মান বাহিনীর বিভিন্ন অস্ত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। তবে আপনি পিচ্চল ও গ্রেনেড ছাড়া একবারে দুইটির বেশি অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। তাই সব সময় একটি সাব মেশিনগানের সাথে একটি রাইফেল থাকলে নানান ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হয়। গেমের প্রথমেই আছে একটি টিউটোরিয়াল মিশন। এর মাধ্যমে গেমাররা এই গেমের ব্যাসিক ব্যাপারগুলো জানতে পারবে। আর গেমের চারটি আলাদা ডিফিকাল্টি লেভেল থেকে যে কেউ সহজেই তার স্কিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লেভেল বেছে নিয়ে খেলতে পারবে। এছাড়াও গেমের বিভিন্ন মিশনে কিছুক্ষন পর পরই অটো সেভ এর অপশন রয়েছে। তাই কেউ কোন অবস্থায় ধরাশায়ী হলেও খুব একটা কস্ট না করেই আবার খেলা শুরু যাবে। ❑ ফয়সাল তানভীর

পাঠকের লেখা

তথ্যপ্রযুক্তি পাতায় পাঠকদের লেখা ছাপানোর বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লেন কিংবা ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে গিয়ে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা হলো অচেনা কারো সাথে অথবা কোথাও কম্পিউটার শিখতে গিয়ে পড়লেন বিড়ম্বনায়– এ ধরনের যেকোন বিষয়ে আপনার মজার অভিজ্ঞতা বা ঘটনাবহুল বিষয়গুলো গল্প বা প্রবন্ধ আকারে লিখে পাঠান।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা– তথ্যপ্রযুক্তি, দৈনিক ইত্তেফাক, ১নং আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।